বানিমাসির ডেবিট কার্ড

তপনকুমার দাস

পুনশ্চ

সূচিপত্র

বান্টিমাসির ডেবিট কার্ড	৯
ধার ধারিও না	১৯
প্রতিবাদী প্রভাতবিজয়	৩০
চোর পুলিশ	৩৯
হাঁটার অধিকার	৪৮
ছেলেখেলা	৫৬
বাঘের ঘরে	৬৬
এপ্রিল ফুল	৭৩
বৈকুণ্ঠবাবুর ছাতা	৮১
খবরের মেঘ	৮৮
ছোট্টুর ভূগোল বই	৯৯
নিত্যগোপালের নিত্যকর্ম পদ্ধতি	১০৭
নিধুরাম গিরি সরণী	১১৮
খেলার সেরা	১২৫
নিখোঁজের খোঁজে	১৩২

॥ বান্টিমাসির ডেবিট কার্ড ॥

এবার বান্টিমাসি নিজেই আসছেন।

অন্যান্য বার মহালয়ার আগে পার্সেল পাঠান অথবা টাকা ট্রান্সফার করে দেন মায়ের অ্যাকাউন্টে। সেই টাকা আলাদা করে তুলে পুজোর কেনাকাটা করা হয়। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বাবার কারখানায় লাঞ্চ সেরে ফেরার পথে জামাকাপড় কিনে একটু রাত করে বাড়ি ফেরা হয়। সুশান্ত কিছু না বললেও রেবা দোকানে দাঁড়িয়েই বলে দেন, এই জামা-প্যান্টটা কিন্তু বান্টিমাসির টাকায় কেনা হল। মানে বান্টিমাসি দিল। ঘাড় নাড়ে পিনু—ঠিক আছে। রেবা সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড়ো বড়ো করেন—না, ঠিক নেই। পরে কিন্তু বলবি না, বান্টিরমাসির টাকা কিংবা পার্সেল এল না তো।

এই তো গত বছর, বান্টিমাসির টাকা পাঠানোর অপেক্ষা না করেই সুশান্ত ছেলেকে জিনসের প্যান্ট, টি-শার্ট আর স্পোর্টস সু কিনে দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই। তার দু-এক দিন পরেই বান্টিমাসির টাকা চলে এসেছিল রেবার অ্যাকাউন্টে। সুশান্তর কেনাকাটায় খরচের চেয়ে একটু বেশি টাকাই এসেছিল। এলে কী হবে? ফোনে কথা বলতে বলতে ছেলে বান্টিমাসিকে নালিশ করে বসল—তুমি টাকা পাঠাওনি কেন বান্টিমাসি। পুজো তো এসে গেল। পরশুদিন মহালয়া। নতুন ডিজাইনের জামা-প্যান্ট সব তো বিক্রি হয়ে যাবে। বান্টিমাসি কী বুঝলেন কে জানে, পরের দিনই আবার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রেবার ব্যাঙ্কে।

শুনে তো লজ্জায় কান লাল হয়ে যায় রেবার। ফোন ছেড়ে পড়ার ঘরে ঢুকে ছেলের চুলের মুঠি ধরে, পিঠে ডাঁই ডাঁই চড় কষিয়ে দিলেন। সামনের চেয়ারে বসে ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন সুশান্ত। হঠাৎ রেবার অমন মা দুর্গা মূর্তি দেখে একেবারে অবাক—কী হল, খামোখা ছেলেটাকে মারছ কেন?

মারব না? দিদিভাইকে ফোনে বলেছে ওর নাকি জামা প্যান্টই কেনা হয়নি। নতুন ডিজাইন সব ফুরিয়ে যাচ্ছে দোকান থেকে—কান চোখ মুখ সব লাল হয়ে ঝাঁঝালো উত্তর দিয়েছিলেন রেবা।

কি রে পিনু? তুই বলেছিস বান্টিমাসিকে—অবাক হয়েছিলেন সুশান্তও, দুর্গাপুজোর কত আগে, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, কোন বাড়িতে জামা কাপড় কেনা হয়ে যায় বলতে পারিস?

জলভরা ঝাপসা চোখে উত্তর দিয়েছিল পিনু—ভুলে গেছিলাম।

কেন? ভুলে গেছিলি কেন? নতুন ডিজাইন দোকানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো তোকে কিনে দেওয়া হয়— ছেলেকে শাসন করেছিলেন সুশান্ত। তারপর রেবাকে বলেছিলেন, দোষটা তোমারই। দিদিভাই টাকা পাঠিয়েছে ওকে বলা উচিত ছিল।

সব কথা ছোটোদের বলতে হবে কেন? পাল্টা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রেবা—আমিও দিদিভাইকে বলে দিয়েছি, আসছে বছর থেকে কিছু দিবি না। টাকাও পাঠাবি না।

সেই আসছে বছরটাই হল এ বছর।

বান্টিমাসি নিজেই আসছেন।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এবার দুটো নয় একটা করেই জামা-প্যান্ট কেনা হয়েছে পিনুর। বাকিটা বান্টিমাসির সঙ্গে দোকানে গিয়ে কিনে নেবে।

সকালবেলা গাড়ি নিয়ে সুশান্ত গেছেন শিয়ালদহ স্টেশনে। রাজধানী এক্সপ্রেসে বান্টিমাসিকে রিসিভ করতে। সেখান থেকে চলে যাবেন কারখানায় আর কমলকাকু বাড়ি নিয়ে আসবে বান্টিমাসিকে। আজ আর স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই পিনুর। দু-একবার ঠারে ঠোরে সেকথা জানিয়েওছিল রেবাকে। কিন্তু না, মা রাজি হয়নি। স্কুল কামাই একেবারে পছন্দ নয় রেবার। তা ছাড়া বান্টিমাসি তো এসেই পালিয়ে যাচ্ছেন না। তিনদিন পিনুদের বাড়ি থাকার পর চলে যাবেন কালনায়। নিজের শ্বশুরবাড়ি। সেখান থেকে যাবেন দুর্গাপুরে বাপের বাড়িতে। পিনুর দিদুনকে দেখে, পুজোর শাড়ি দিয়ে দুর্গাপুর থেকেই রাজধানী এক্সপ্রেস ধরে দিল্লি ফিরবেন বান্টিমাসি। অতএব স্কুল কামাই করে বান্টিমাসির সঙ্গে হুল্লোড় করার কোনও মানেই খুঁজে পান না রেবা। সুতরাং মন খারাপ করেই স্কুলের গাড়িতে গিয়ে বসতে হয় পিনুকে।

বান্টিমাসি রেবার একমাত্র বড়দি। ভালো নাম সেবন্তি। রেবারও একটা ভালো নাম আছে—রেবন্তী, কিন্তু সেটা কেউই জানে না। দুর্গাপুরের স্কুলে ভরতি হওয়ার সময় রেবা নামটাই লিখে দিয়েছিলেন অমলেন্দুবাবু। ছোট্ট রেবা তখন দু-একবার পা দাপিয়ে বায়না করেনি তা নয়, কিন্তু সংশোধন আর করা হয়নি। ফলে বাড়ির ডাকনামটাই ভালো নাম হয়ে গিয়ে রেবন্তী নামটা হারিয়ে গেছে। তা নিয়ে মাঝে মধ্যে মন খারাপ হলেও মুখে প্রকাশ করেন না রেবা।

বান্টিমাসি চাকরি করেন দিল্লিতে। বিয়েও করেছেন দিল্লি প্রবাসী সুনন্দনকে, কিন্তু কোনো ছেলেপুলে না থাকায় পিনুই ছেলে হয়ে আছে বান্টিমাসির। সুতরাং বান্টিমাসিকে কাছে পেলে আনন্দে তো ভেসে যাওয়াই উচিত।

দিল্লি থেকে খালি হাতে আসেননি বান্টিমাসি। পিন্টুর জন্যে এয়ারগান এনেছেন। কম্পিউটারে খেলার জন্য তিনটে সি ডি এনেছেন। সুশান্ত আর রেবার জন্যে এনেছেন দু-দুটো স্মার্ট ফোন। স্কুল ফেরত পিনু সেগুলো নিয়েই মেতে আছে।

কালকে হোম ওয়ার্ক নেই? সন্ধের মুখে ছেলের কাছে জানতে চান রেবা।

আছে—ছোট্ট জবাব দিয়ে কম্পিউটারে সি ডি বদলে নেয় পিনু।

তাহলে ওগুলো এখন তুলে রেখে বই নিয়ে বসো।

আহা থাক না। সবে তো সন্ধে হল। এখনও সারারাত পড়ে আছে—ছোটোবোন রেবার কথা কেড়ে নিয়ে বান্টিমাসি সমর্থন করেন পিনুকে। জানতে চান, কাল বিকেলে তোর কোনও টিউশন পড়া নেই তো?

নেই আবার? কাল গিটারের ক্লাস পাঁচটা থেকে। সাড়ে ছ-টায় সৌরভ স্যারের কাছে অঙ্ক পড়া। ন-টা থেকে ডান্স লেড়কা ডান্স-এর রিহার্সাল। ফিরতে ফিরতে সেই রাত এগারোটা—পিনু কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই পড়া মুখস্ত বলার মতো ছেলের বিকেল সন্ধে রুটিন বান্টিমাসিকে শুনিয়ে দেন রেবা।

তারপর একটা ছোটো দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন—শুক্রবারটায় একদম দম ফেলার টাইম থাকে না।

ডান্স লেড়কা ডান্স-এর রিহার্সাল মানে? দু-চোখ কপালে তুলে জানতে চান বান্টিমাসি।

ওই হিরি হিরি গিরি গিরি হুক্কো গানের সঙ্গে লাফালাফি করা আর কী—কম্পিউটার ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে কোমর দুলিয়ে হাত-পা ছুড়ে বুঝিয়ে দেয় পিনু।

তোকে হাজার দিন বলেছি, এই সব আজেবাজে কথা বলবি না। গানটা কার গাওয়া সেও তুই জানিস। সুলতান সিং রাঠোরের নাম তুমিও শুনেছো দিদি। অতবড়ো পপ সিংগার এদেশে আর জন্মেছে? আর ডান্সটা মোটেও লাফালাফি করা নয়, ওটা একটা আর্ট। শিল্প—ছেলের ওপর বেশ এক হাত নিয়ে নেন রেবা, দাঁড়া বাপী ফিরুক। আমি সব বলব। বলব, সব ছাড়িয়ে-ছুড়িয়ে ওকে স্বামীজি বিদ্যামন্দিরে ভরতি করে দাও। জানো দিদি, কোনও কিছুতেই ওর মন নেই। না পড়াশোনায়, না গিটার বাজানোয়, না ডান্সে। দেবজিতের মতো অতবড়ো একজন কোরিওগ্রাফার। চান্স পাওয়া যায় না। তার কাছে হাতে পায় ধরে দিলাম অথচ শুনলে ছেলের কথা?

কিন্তু আমি ডান্স লেড়কা ডান্স ব্যাপারটা তো এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না—নিজের মত প্রকাশ করেন বান্টিমাসি।

কেন, তুমি সি চ্যানেল দ্যাখো না? অবাক হন রেবা— শনিবার, রবিবার সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে সারা পৃথিবীর চোখ ঠিকরে থাকে সি চ্যানেলে। ডান্স লেড়কি ডান্সের পর এবার শুরু হবে ডান্স লেড়কা ডান্স। আগামী মাসে পুজোর পর অডিশন। অথচ ছেলেটা কিছুতেই সিরিয়াস হচ্ছে না—উচ্ছ্বাসের শেষে বিষাদ মাখিয়ে নিজের বক্তব্য দিদিকে শুনিয়ে দেন রেবা।

ওসব না করে বরং মন দিয়ে পড়াশুনোটা শেখা—পরামর্শ দেন বান্টিমাসি।

জানো, সতেরো বি ফ্ল্যাটের রূপসা গতবার উইনার হয়েছে। ওইটুকু মেয়ে। আট বছর মোটে বয়েস। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আয় করছে। আর ওর মায়ের দেমাক চালচলন দেখলে তো মনে হবে ভারতের রাষ্ট্রপতি। আগে দেখা হলে কথা বলত। এখন প্রাইজে

পাওয়া গাড়ির কাঁচ তুলে হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফিরেও তাকায় না। চলনসই লেখাপড়া একটু জানা দরকার ঠিকই কিন্তু একবার সেলিব্রিটি হতে পারলে.... ভাবো তো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—

বুঝেছি, তাই ছেলেটাকে ওইসব অং বং চং নাচ শেখাচ্ছিস। আরে বাবা, পড়াশুনো শিখে বড়ো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র হতে পারলে...।

থামো তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং। ওই তো পিনুর বাবা, তোমার ভগ্নিপতি, যাদবপুরের এম টেক। করছে টা কী। একটা প্রাইভেট কারখানায় চিফ ইঞ্জিনিয়ার। গোনা ক-টা মাইনের টাকা—বান্টিমাসির কথা কেড়ে নেয় রেবা—তুমিও দেখছি সুশান্তর মতো

কথা বলছ। সব ছাড়িয়ে-ছুড়িয়ে ছেলে শুধু বই খাতা মুখে গুঁজে বসে থাক। সে সব দিন এখন শেষ। এখন বহুমুখী প্রতিভা না থাকলে...

আচ্ছা বান্টিমাসি, তুমিই বলো, আমি কী রাবণ। আমার কী দশটা মুখ না ব্রহ্মার মতো তিনটে মুণ্ড? তাও মাকে বলেছি প্লাস্টিক সার্জারি করে দশটা মুণ্ডু বানিয়ে দিতে। দশ মুখ মানেই বহুমুখী—মায়ের কথা কেড়ে নেয় পিনু।

এই অনুষ্ঠানের টি আর পি জানো? ছেলের কথা পাত্তা দেন না রেবা। জানতে চান বান্টির কাছে।

টি আর পি কী গো বান্টিমাসি? মায়ের মুখে শুনে শুনে শব্দটা মুখস্থ হলেও তথ্যটা জানা নেই পিনুর।

টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট। কোনো প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয় টি আর পি-র মাধ্যমে। কতবার বলেছি, মনে থাকে না কেন? বান্টিমাসি নয়, পিনুর প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন রেবা নিজেই। তারপর বান্টিমাসির উদ্দেশে বলেন—একবার ভাবো তো দিদিভাই—

এই আর এক বদ অভ্যাস রেবার। বান্টিকে কখনো দিদি সম্বোধন করে, কখনো মন খুশি থাকলে ডাকেন দিদিভাই।

কী? রেবা একটু থামতেই এক অক্ষরের প্রশ্ন ছুড়ে দেন বান্টি।

পিনু, পিনাকরঞ্জন মিত্র ডান্স লেড়কা ডান্স-এর উইনার। স্টেজে সব সেলিব্রিটিদের পাশে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা প্রাইজ নিচ্ছে। পাঁচ লাখ টাকা নগদ। সোনার চেন। গাড়ির চাবি। পাশে আমি। রূপসার মায়ের দেমাক গুঁড়িয়ে একেবারে ছোলার ছাতু হয়ে যাবে না? কিন্তু এসব আমি একা ভেবে কী করব? ছেলে আর ছেলের বাপের কোনো গরজ আছে?

আমি ভাবছিলাম কাল বিকেলেই মার্কেটিংটা সেরে ফেলব। পরশুদিন একটু বেলুড়ে যাবে। কতদিন মঠে যাওয়া হয় না—রেবার স্বপ্নের ফানুস ফুস করে ফাঁসিয়ে আসল প্রসঙ্গে ফিরে যান বান্টিমাসি।

খুব ভালো হবে বান্টিমাসি। চলো কালই চলো— প্রায় নেচে ওঠে পিনু—সবাইকে বলে দেব জ্বর হয়েছে।

বালাই ষাট। জ্বর হতে যাবে কেন? একদিন তবলার ক্লাশ, অঙ্কের ক্লাশ—

কিন্তু দেবজিতের ক্লাশ কামাই করা যাবে না—বান্টিমাসির কথা শেষ হয় না। রে রে করে দিদির কথা কেড়ে নেন রেবা।

ঠিক আছে, সে তো রাত ন'টায়—বোনকে শান্ত করেন বান্টিমাসি, সকাল সকাল মানে পিনু স্কুল থেকে ফিরলেই চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। দু-তিন ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম। তারপর চলে যাস নাচ শেখাতে। তবে সত্যি কথা বলতে কী, ছেলেদের হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচ, আমার বাপু পছন্দ হয় না।

বান্টিমাসির বক্তব্যও পছন্দ হয় না রেবার। কিন্তু প্রবাসী দিদির মুখের ওপর কিছু বলতেও পারেন না। তবে সম্মতি দেন—ঠিক আছে। তাহলে তাই কর। তুমি পিনুকে নিয়ে চলে যেয়ো।